দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... ... OCT..23 1999 ...
পৃষ্ঠা: ৫ কলাম ৩

রংপুরে ইসলাম বিদ্বেষীরা মাদ্রাসা বন্ধের লক্ষ্যে বানোয়াট অভিযোগ এনেছে

রংপুর থেকে হালিম আনছারী ।। রংপুরে মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের ষড়যন্ত্রকারী ইসলাম বিদ্বেষী মহলটি আরও সক্রিয় হয়ে উঠেছে। তারা তাদের উদ্দেশ্য হাসিলের লক্ষ্যে এখানকার ঐতিহ্যবাহী একটি কওমী মাদ্রাসাকে তুরুপের তাস হিসেবে বেছে নিয়ে বিভিন্ন মহলে একের পর এক উস্কানিমূলক নানামুখী কর্মকাণ্ড চালিয়েছে। ফলে মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত ৩শ ছাত্রছাত্রীর জীবন আজ চরম হুমকির মুখে পতিত হয়েছে এবং তারা এখন মাদ্রাসার ভিতরে অবরুদ্ধ জীবনযাপন করছে।

জানা গেছে, রংপুর শহরের তামপাট ইউনিয়নের বারো আউলিয়া গ্রামে অবস্থিত দারুল উলুম মাহমুদিয়া নামে একটি কওমী মাদ্রাসা ১৯৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে উক্ত মাদ্রাসা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে গরীব-দুখী ছেলে-মেয়েদের দ্বীনি শিক্ষা দিয়ে আসছে। দ্বীনি শিক্ষার পাশাপাশি ইতোমধ্যেই মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত বেশ কয়েকজন মেয়েকে ইসলামী শরীয়া অনুযায়ী বিয়ের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। ফলে, সম্প্রতি মাদ্রাসাটি অত্যন্ত সুনামের অধিকারী হয়। এ অবস্থায় উক্ত এলাকার জনৈক প্রভাবশালী ব্যক্তি নিজেকে মাদ্রাসার সাথে জড়িত করে সেখানে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। এতে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ বাধ সাধলে প্রভাবশালী ঐ ব্যক্তি একটি ইসলাম বিদ্বেষী মহলের সাথে আঁতাত করে মরিয়া হয়ে উঠেন মাদ্রাসার উচ্ছেদের। এ লক্ষ্যে তিনি ইসলাম বিদ্বেষী ঐ মহলটিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নেতৃত্ব দিয়ে নানা প্রকার ষড়যন্ত্র চালাতে থাকেন। সম্প্রতি তিনি সাংবাদিকদের ভুয়া তথ্যে বিভ্রান্ত করে কয়েকটি পত্রপত্রিকায় কাল্পনিক কিছু তথ্য প্রকাশ করেন। শুধু তথ্য নয়, পত্রিকায় কয়েকটি ছবি ছাপিয়ে বলা হয়, তাদের উচ্চ শিক্ষার নামে বিদেশে পাচার করা হয়েছে। অথচ খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, ষড়যন্ত্রকারী উক্ত মহলটি বিভিন্ন কৌশল ও অজুহাতে অভিভাবকদের কাছ থেকে ঐসব ছবি সংগ্রহ করেছে। প্রত্যন্ত গ্রামে বসবাসকারী ঐসব অভিভাবক জানেনই না যে, তাদের সন্তানের ছবি পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। পরবর্তীতে যখন জানতে পারেন, তখন তারা ক্রোধে-রাগে উত্তেজিত হয়ে উঠেন। এছাড়া, পত্রিকায় প্রকাশিত 'আমরা হবো তালেবান, বাংলা হবে আফগান'– এই শ্লোগানসম্বলিত খবরের সূত্র ধরে ব্যাপক অনুসন্ধান চালিয়েও মাদ্রাসা এবং পার্শ্ববর্তী কোন স্থানে এ ধরনের লেখার কোন অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যায়নি। এ ব্যাপারে এলাকাবাসীর সাথে কথা বলে জানা গেছে, ঐ লেখাটি মাদ্রাসা এবং তার পার্শ্ববর্তী কোন স্থানের নয়। এসব শ্লোগান শহরের মর্ডান মোড়, ক্যাডেট কলেজ মোড়, কলেজ রোড কিংবা ২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের পার্শ্ববর্তী অনেক স্থানেই দেখা যায়। ধারণা করা যায়, উল্লেখিত কোন স্থান থেকেই উক্ত শ্লোগানটি ক্যামেরা বন্দী করা হয়েছে। এদিকে, গত ১৯ অক্টোবর দৈনিক ইনকিলাবে এই মাদ্রাসা সংক্রান্ত একটি বাস্তব প্রতিবেদন প্রকাশিত হলে ষড়যন্ত্রকারী ঐ মহলটির টনক নড়ে। ষড়যন্ত্রকারী মহলটির নেতৃত্ব দানকারী প্রভাবশালী ঐ ব্যক্তি ক্ষোভে-ক্রোধে বিভিন্ন মহলে দৈনিক ইনকিলাব ও এর প্রতিনিধির সম্পর্কে বিভিন্ন মন্তব্য করেন। শুধু তাই নয়, তিনি মাদ্রাসার কয়েকজন ছাত্রকে তার বাড়ীর সামনের রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করতে নিষেধ করেন এবং তাদের মাদ্রাসা ত্যাগের জন্য বিভিন্নভাবে ভয়ভীতি ও হুমকি প্রদর্শন করেন। এ ঘটনার পর গত (বৃহস্পতিবার) মাদ্রাসায় গিয়ে ছাত্রদের সাথে কথা বলতে গেলে তাদের মধ্যে চরম আতঙ্ক লক্ষ্য করা গেছে। তাদের মধ্যে কয়েকজন জানায়, গত দু'দিন ধরে সন্ধ্যার পর মাদ্রাসা এবং মাদ্রাসার আশপাশে অপরিচিত কিছু যুবক সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করছে। তারা জানায়, পত্রপত্রিকায় এসব কাল্পনিক তথ্য প্রকাশের কারণে মাদ্রাসাটি বর্তমানে বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে। এসব সমস্যা মোকাবিলায় তাদের বড় হুজুর এবং মাদ্রাসার কর্তৃপক্ষ ঠিকমত মাদ্রাসায় সময় দিতে পারছেন না। ফলে তাদের লেখাপড়ার মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে। এছাড়া বর্তমান প্রেক্ষাপটে তাদের (বড় হুজুর এবং কর্তৃপক্ষ) অনুপস্থিতিতে তারা নিরাপত্তার অভাব বোধ করছে। এ সময় কয়েকজন এলাকাবাসীর সাথে কথা বলতে গেলে তারা জানায়, মাদ্রাসাটি নিয়ে পত্রপত্রিকায় বিভ্রান্তিকর তথ্য পরিবেশনের ফলে এর প্রতি অনেকেরই বিরূপ ধারণার জন্ম নিয়েছে। তারা আশঙ্কা করছে যেহেতু মাদ্রাসাটির চারদিকে খোলা এবং এর সবগুলো ঘরই বাঁশ-খড়ের বেড়ায় তৈরী। এমতাবস্থায় আমাদের অজান্তে ক্রোধের বশবর্তী হয়ে কেউ এখানে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে। এছাড়া গত দু'দিন ধরে সন্ধ্যার পর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত কতিপয় অপরিচিত যুবক মাদ্রাসা এবং এর আশপাশে সন্দেহজনকভাবে আনাগোনা করছে। ফলশ্রুতিতে আশঙ্কা আরও বেড়ে গেছে। কে বা কারা মাদ্রাসার ছাত্রদেরও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিভিন্ন প্রকার ভয়ভীতি প্রদর্শন করছে। এমতাবস্থায় তারা বাইরে কোথাও যেতে সাহস পাচ্ছে না। তারা এখন এখানে প্রায় অবরুদ্ধ জীবনযাপন করছে।